দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

028

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ইমাম সমাজের দায়িত্ব

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি।

বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ হতে ২৪ ভাগ। এই শতকরা ২৩/২৪ ভাগের মধ্যে অল্প শিক্ষিত লোকজনও রয়েছে। অল্প শিক্ষিত লোকজন বাদ দিলে প্রকৃত শিক্ষিতের হার দাঁড়াবে শতকরা ৯/১০ জন। এই ব্যাপক নিরক্ষরতার পিছনে রয়েছে আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও আর্থিক অসচ্ছলতা।

প্লেটো বলেছেন, নিরক্ষর থাকার চেয়ে জন্ম না নেয়াই শ্রেয়। নিরক্ষরতা মানব জীবনের একটি বিরাট অভিশাপ স্বরূপ। নিরক্ষর ব্যক্তিগণ চোখ থাকতেও অন্ধ। তাই তারা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এ জন্য আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান। আমাদের সকলের উচিত এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানকে সফল করার জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষিত লোকদের উচিত নিরক্ষর লোকদের অক্ষর জ্ঞানদান করা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তাহলে তারা আধুনিক সমাজের সাথে পরিচিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কাজে তাদের মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে মসজিদের ইমাম সমাজেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। ইমাম সমাজ যদি সঠিকভাবে নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞানদান করতে তৎপর হন এবং নিরক্ষর লোকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সাহায্য করেন তবে অদূরভবিষ্যতে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্তি পাবে।

বয়স্ক শিক্ষার এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ও সাফল্যের জন্য ইমাম সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই এই অভিযানে তাদের অবিলম্বে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যাপক নিরক্ষর গোষ্ঠীকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। হতাশাগ্রস্ত নিরক্ষরদের আশার বাণী শোনাতে হবে। প্রতি মসজিদের বারান্দায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। আশা করি এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য ইমাম সমাজ এগিয়ে আসবেন।

—মোঃ আবদুস সামাদ